তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাঃবি'র আবাসিক হলগুলোতে সমস্যা জর্জরিত পাঠকক্ষগুলো পাঠের অনুপযোগী

কামরুজ্জামান কোরবান ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহের পাঠক্ষগুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, আসবারপত্র। সর্বোপরি স্থানাভাবের কারণে পাঠকক্ষগুলো পাঠের অনুপযোগী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি আবাসিক হলে নামসর্বস্ব এই পাঠকক্ষগুলোতে পাঠোপযোগী তেমন কিছুই নেই। হাতে গোনা কয়েকটি জাতীয় পত্রিকা ছাড়া অন্য কোন ম্যাগাজিন বা সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখা যায় না। ৫/৬টি জাতীয় দৈনিক দিয়ে গড়া পাঠকক্ষগুলো যেন জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীদের একটি করুক্ষেত্র। কোন একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়তে হলে রীতিমত অন্যদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। প্রতিটি হলে রয়েছে ৬/৭শ' ছাত্রছাত্রীর অবস্থান। সেখানে গুটিকতক পত্রিকা প্রয়োজনের তুলনায় এতোই নগন্য যে একটি পত্রিকার একেকটি পাতা পড়ে অন্ততঃ ১০/১২ জন। কোন একটি কাংক্ষিত সংবাদ জানতে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের রিলিফের দীর্ঘ লাইনের মত অপেক্ষা করতে হয়। পাঠকক্ষে তেমন কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিন থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ২/১টি সাপ্তাহিক বা ম্যাগাজিন বরাদ্দ থাকলেও তা হলে অবস্থানরত হাউস টিউটর বা কর্মকর্তাদের কাছেই রয়ে যায়। ... বিকেল ৫টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ও চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকসমূহ রাজশাহীতে পৌঁছে সকাল ৯টার মধ্যেই। অথচ এই পত্রিকাগুলো ছাত্রছাত্রীদের হাতে যায় বিকেল ৫টায়। তারা দিনরাত ২৪ ঘন্টা পাঠকক্ষ খোলা রাখার দাবী জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। কিন্তু হল কর্তৃপক্ষ রেওয়াজের দোহাই দিয়ে এই দাবীসমূহ মানছে না।

পত্রিকা সমস্যার সাথে আশবাবপত্রের সমস্যাও প্রকট। পাঠকক্ষগুলোতে বসার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। চেয়ারের অভাবে টেবিলের ওপর বসেই পত্রিকা পড়তে দেখা যায়। তবে দণ্ডায়মান পাঠকদের সংখ্যাই বেশী। পত্রিকাগুলো ঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ক্লিপিং করাও হয় না বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। কোন পত্রিকার এক অংশ এক জায়গায় তো অন্য অংশ আরেক জায়গায় পড়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, হল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ হল প্রভোস্ট হবার জন্য অতিযাত্রায় গ্রুপিং-লবিং করে থাকেন তাদের আখের গোছানোর জন্যই। হলসমূহে পাঠকক্ষসহ বিভিন্ন খাতে অর্থবরাদ্দ থাকলেও তারা ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোন সুবিধাই দেয় না বলেও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ।